কালের কণ্ঠ

24 MAY 2017
১৪ ২

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় ফাঁক

দুর্বলতা চিহ্নিত করে দোষীদের শাস্তি দিন

স্কুল-কলেজের সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাগুলো পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার নাজুকতাকেই সামনে নিয়ে আসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলের গণরুমে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ১০০ কপি উত্তরপত্র প্রাপ্তির ঘটনায়ও স্পষ্ট, এমন কেউ কেউ বোর্ড পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্ব পাচ্ছেন যাঁদের কাছে শিক্ষার্থীদের মেধা ও শ্রমের কানাকড়িও দাম নেই। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বলে স্বীকৃত। কিছু মহল হীন স্বার্থে এই জায়গাটিকে অসুস্থ করে দিচ্ছে! মেধাবীদের বঞ্চিত করে অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের সুযোগ করে দেওয়ার ফল কিছুতেই ভালো হতে পারে না।

সম্প্রতি জনতা ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে লিখিত পরীক্ষা এবং অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে। গতকাল কালের কণ্ঠ'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা থাকার বিষয়টি ভালোভাবেই স্পষ্ট। তবে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি (বিএসসি) সচিবালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, সবই বিএসসির সুনাম নষ্ট করার ষড়যন্ত্র। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আর্থিক লেনদেন হওয়ার অভিযোগ ছিল। পৃথক আবেদন করতে গিয়ে অর্থের অপচয়ও হতো চাকরিপ্রত্যাশীদের। এরপর বিএসসি গঠন করে ২০১৫ সালে তাদের সরকারি ব্যাংকগুলোর নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিএসসি কর্মকর্তাদের ভাষ্য, নিয়োগ বাণিজ্যের মওকা ফিরে পেতেই এক শ্রেণির অসাধু ব্যাংক কর্মকর্তা ষড়যন্ত্র করছেন। তাঁদের এই বক্তব্য কি ধোপে টিকবে? সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দায়িত্বটি তাঁদের—তা তাঁরা নিশ্চিত করতে পারছেন না। দায় মেনে নেওয়ার বদলে ছায়ার দিকে আঙুল তোলার কৌশল কেন?

রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব নিয়ে খাতা দিলেন এক কোচিং সেন্টারে, দুই হাত ঘুরে খাতা গেল বিশ্ববিদ্যালয় হলে। নজরদারি দুর্বল হলেই কোনো চক্র বেপরোয়া হতে পারে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু খোঁজখবর নেওয়া নয়, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসে কুফল অনেক। ভবিষ্যতে যারা পরীক্ষা দেবে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের একেকটি খবর তাদের মনে খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমনিতেই মানসম্মত শিক্ষকের অভাব আছে আমাদের। উচ্চশিক্ষা কিংবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথটিই যদি কারোর খারাপ হয়, তার কাছ থেকে ভবিষ্যতে সততার চর্চাই বা কতখানি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি! সব দুর্বলতা চিহ্নিত ও দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফাঁকফোকর স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।